শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের পত্রিকা

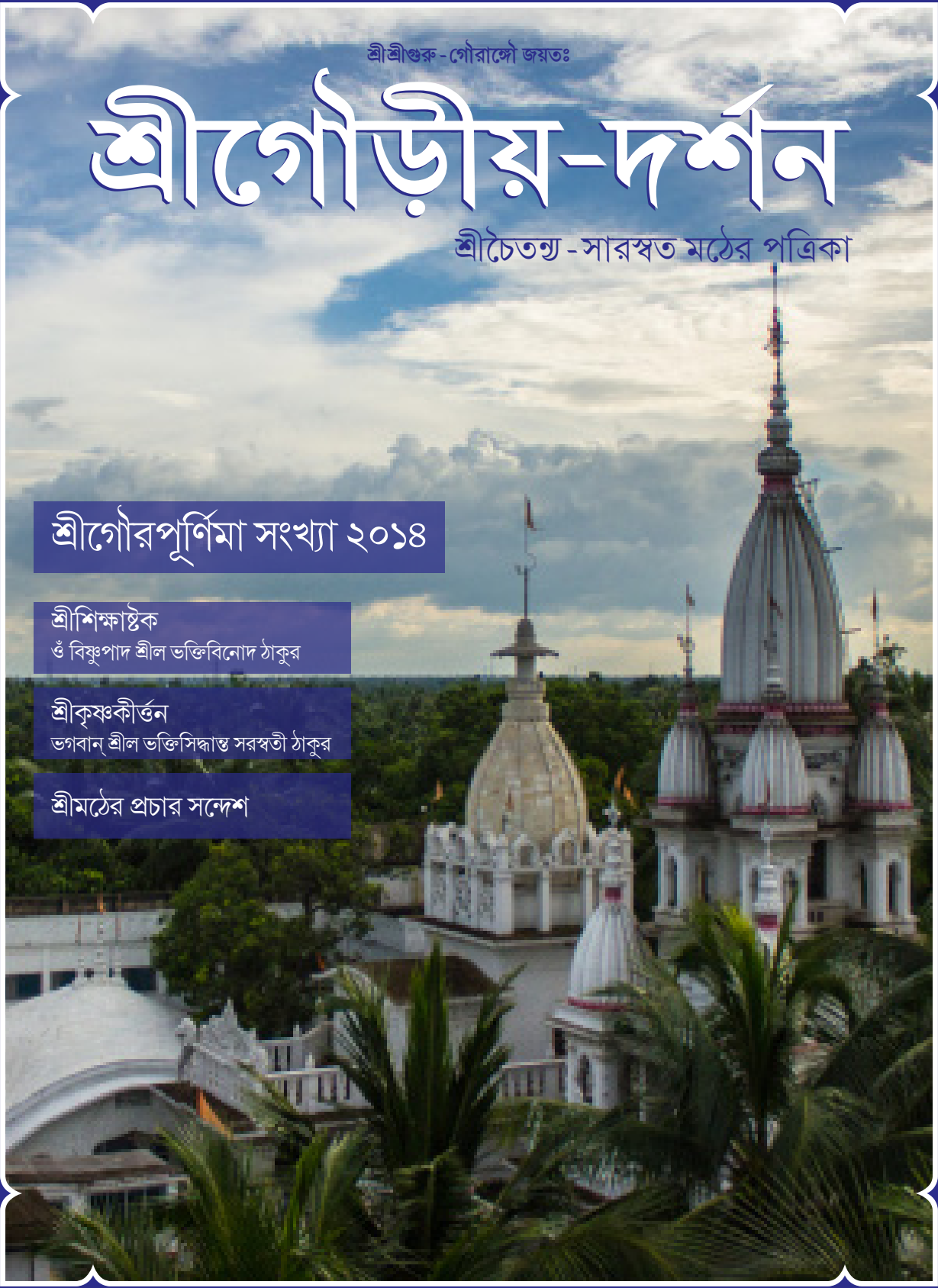

শ্রীগৌরপূর্ণিমা সংখ্যা ২০১৪

শ্রীশিক্ষাষ্টক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমঠের প্রচার সন্দেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগৌরপূর্ণিমা সংখ্যা
৫২৮ গৌরাব্দ ১৪২০ বঙ্গাব্দ ২০১৪ খৃষ্টাব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নাদীয়া

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচিন্ন-কর্ত্রী বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী॥

নিখিলভুবনমোহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
জ্ঞানিগণের সাধ্য মুক্তিরূপ মোহের বিনাশ-কারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করে রাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিলাস করুন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গৌড়ীয়-নবযুগ-প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তদ্ কৃপাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পায় ও তাঁর মনোনীত
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচর্য্য মহারাজের

অনুপ্রেরণায় শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং শ্রীমহামন্ত্র দাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। —শ্রীল প্রভুপাদ

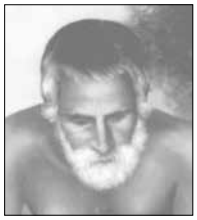

সূচীপত্র

শ্রীশিক্ষাষ্টক ২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৪
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে ৮
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয় ১২
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

অনন্তকালের ঘূর্ণিপাকে ১৪

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ২০

শ্রীগঙ্গাসাগর মেলা ২২

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব ২৮

দক্ষিণ ভারতে প্রচার ৩২

শ্রীশিক্ষাষ্টক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় খণ্ড)

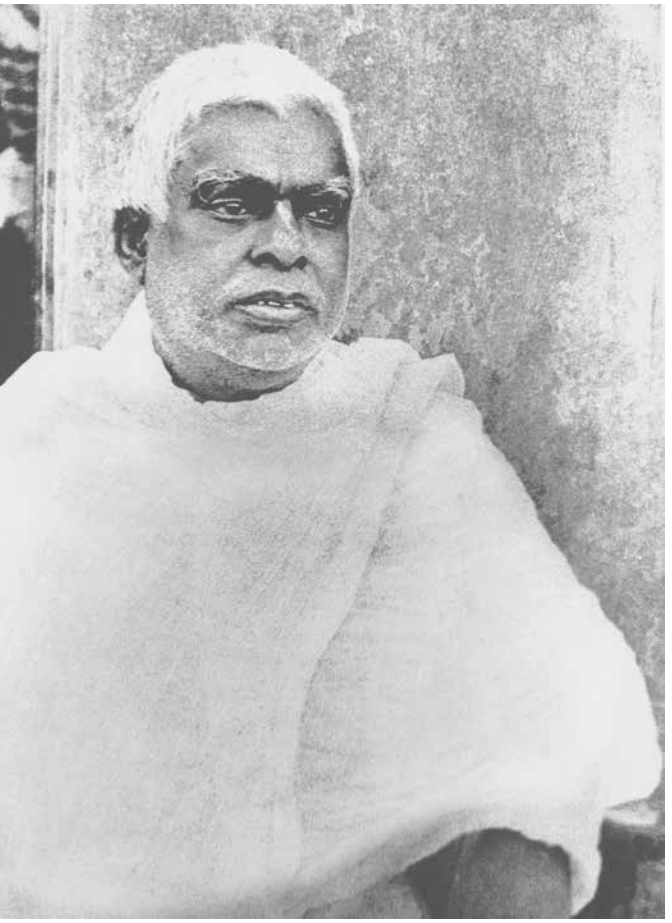

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা ও নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলে সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না কেবল স্বীকার্য্য হয় এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি বলে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্ত-স্থিত তেজ, তন্মণ্ডল, মণ্ডল বহির্গত তেজ রশ্মি এবং তেজ প্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্য তত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারিপ্রকার রূপ নিত্য সিদ্ধ। শক্তিমান তত্ত্ব স্বরূপত এক হইলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র বিক্রমময়ী, তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরাশক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্য দেদীপ্যমানা। অন্তঙ্গরাশক্তি সহকারে পরমতত্ত্বের স্ব স্বরূপ ও স্বরূপ বৈভব নিত্যসিদ্ধ। তটস্থশক্তি সহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মি পরমাণু স্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গাশক্তি সহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি-গত বর্ণশাবল্য স্থানীয় মায়াবৈভব নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই তিন নিত্যভাব ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। স্বরূপ বৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোক বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধাম বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপ বৈভব। ভগবৎ সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎপরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবত স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী। তটস্থশক্তি দ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতা বিশিষ্ট। অনাদি স্বরূপ বৈমুখ্য বশতঃ মায়াবৈভব মধ্যস্থিত। মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাবন্ধননিবন্ধন স্ব স্বরূপ ভ্রমজনিত জড়াভিমান দ্বারা জড়ধর্ম্মরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার দুঃখাচ্ছন্ন। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূললিঙ্গ শরীরদ্বয় বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রবিতচ্ছবি-গত বর্ণ-বৈচিত্ররূপ তদ্বিভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদমাত্র।

ঐশ্বর্য্য প্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরমব্যোমে চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দাস্য রসাশ্রিত নিত্যসিদ্ধ জীবগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্তলীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠ গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয় ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন, যেখানে মধুর রস

নিত্য পারকীয় ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ কদাচ ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ মধ্যে নবদ্বীপ প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসবিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর সহিত জীবাচার্য্য স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ডবয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর বয়সে বিবাহ মাধব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা সমস্ত গৌড়ভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরের পাশ্চাত্য, গৌড়, ওড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধ হরিভক্তি বিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে স্বীয় পার্শ্বদগণ সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি প্রচারক দ্বারা বহুদেশে স্বীর অচিন্ত্যভেদাভেদমত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করতঃ জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন; —

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা॥
প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক' শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥১॥

যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়রূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধনকারক পদেপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধজীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী অবগাহনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলা সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোক দ্বারা পরমঔদার্য্য বিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভূত তটস্থশক্তি প্রসূত জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্" এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবত তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়া বৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরেশবৈমুখ্য বশতঃ তাহার মায়া প্রবেশও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকার দ্বারা শুদ্ধচিত্তত্ত্বের জড় মল কর্ত্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা চিত্তের অবিদ্যা মল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপ সিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসার দুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়াসঙ্গরূপ বৈধর্ম্ম পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়ান্তর্গত ভূতভবিষ্যতাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ জ্ঞানের নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্" এই অর্দ্ধপদ দ্বারা অভিধেয় তত্ত্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি দ্বারাই সাধিত হয় এইরূপ শাস্ত্রার্থাবধারণরূপাশ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদয় হইলে জীব সাধু গুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণু স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই প্রকার নববিধ ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই কীর্ত্তন হইতে পরাবিদ্যার পরমজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া জীবের শ্রেয় সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বজাত শ্রদ্ধা বা ভগবন্মাধুর্য্য লোভ যখন পরিপাক হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয় তখন স্বরূপত জড়োদ্ভূত স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান শূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসাধিকার বিশেষ রসযোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুর রসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে

কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এ স্থলে স্বরূপশক্তির বিদ্যা প্রভাবে জীবের গোপী ভাব প্রাপ্তিই স্বরূপত বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিদ্ধামের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীরূপ চিৎসামগ্রী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেক-রসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবত পরিবর্দ্ধিত হয়। চিৎরসের নিত্যতা ধর্ম্ম বশতঃ তখন ভূতভবিষ্যৎরূপ জড়মলদূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণ গুণীভেদা ভাব-জনিত বিশুদ্ধচিন্ময় তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট অণুচৈতন্য স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভুত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সর্ব্বাত্ম স্নপনরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপ সাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ যুগল সেবাই জীবের সিদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজন তত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন জ্ঞান মার্জ্জিত শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রয়োজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থ পাদে পরং শব্দ দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তি সাধক ধর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরিকীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চারি প্রকার। নামসঙ্কীর্ত্তন, রূপসঙ্কীর্ত্তন, গুণসঙ্কীর্ত্তন ও লীলাসঙ্কীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণ সমূহ উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণ রূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ গুণ লীলা রূপে পরিণত হয়। অতএব নাম ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ করে ॥১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নাম সমূহে বহুবিধ পাপ নাশক ভুক্তি মুক্তি ফল প্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নাম গ্রহণে দেশকালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এ সমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব ? তোমার মধুমাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না। নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম বলে অসৎ প্রবৃত্তি. অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারিক নামোপদেশ, নাম মাহাত্ম শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব এই কএকটি অপরাধ মার্জ্জন পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদয় হয়। অতএব জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নাম তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নাম গৃহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয় চেষ্টা বা পুণ্য সঞ্চয় চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদয় হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধা উদয় কালেই তদিতর বিষয়িনী অশ্রদ্ধা সহজেই উদয় হয়। তাহা হইলে পাপ পুণ্য মতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান পুরুষ স্বভাবত যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন সে সমুদায়ই বিধি নির্দ্দিষ্ট পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা হওয়া দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধনা করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে।

নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ-করাণি চ ॥

নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছু দিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর অভাবে তদপরাধশূন্য হইবার জন্য ব্যাকুলতাজনিত নিসর্গক্রমে সধকের হৃদয় ঐ সকল অপরাধ-বাসনাশূন্য হইয়া পড়ে।

তখন নাম বলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদয় হয় ॥২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন তখন তাঁহার স্বভাবত চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন হে জীব সকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহ্য গুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধীকারী। এই জড় জগতে তৃণ অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অসুন্দর হয় না, কিন্তু চিৎ পরমাণুরূপজীবের এই জড়জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয় যেহেতু জীবের চিদভিমানই ন্যায়পর জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংছেত্তা কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা ও অপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়া যুক্ত থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবের স্বধর্ম্মরূপভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্ম বিশেষ। নাম গৃহিতা স্বয়ং জড়াভিমানজনিত ব্রাহ্মণাদিবর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক অভিমান শূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। ভগবৎ কৃপায় যে সকল অধিকারিক সত্ত্বগণ ব্রহ্ম শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কএকটি লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই এরূপ মনে করিতে হইবে ॥৩॥

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী ॥৪॥

উক্ত চতুষ্টয় লক্ষণযুক্ত নিরপরাধে নামগ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষশূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃততাই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না। কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বর রূপ তোমাতে আমায় অহৈতুকী ভক্তি থাক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রদত্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধনই ধন তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী পুত্র কলত্র প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তি পোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠিত কাব্য নাটকাদি রচনা শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্ম্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা। সংসার দুঃখ নাশ এবং চিৎস্বরূপ লাভ রূপমোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াস লভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনা দ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতে উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণ কৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি এই মাত্র বাসনা করিবেন। জন্য বাসনা করিবেন না ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

সংসার দুঃখ বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য? না। ভক্তি ভাবকে বিশুদ্ধরূপে রখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসার দুঃখ মোচন প্রার্থনা কদাচ করিবে না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। হে মাধুর্য্যরস বিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য দাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে

না ॥৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

পূর্ব্ব পঞ্চ শ্লোকে সৎসঙ্গে ক্রমে কৃষ্ণানুশীলনময়ী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধু গুরু চরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধিজনিত অবিদ্যারূপ অনর্থনাশ, তদনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়। নাম কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ স্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চিৎকার, শরীরমোটন, হুঙ্কার, হাঁই, প্রভূতশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্যগীত অশ্রুপুলক স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা প্রার্থনা স্থলে সাধক এইরূপ লালসা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে গোপীজন বল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কত দিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদ্গদ ভাবে স্বরভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে। হে নাথ! আমি ভোগ মোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দ বিস্তারিণী ভাব দশা প্রার্থনা করি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥

রতিরূপাভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীরূপ ভাব চতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণতা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকার সকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয় দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠ স্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ প্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধ-ভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়নীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি অবস্থার লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয় ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ বুদ্ধি। রতি মমতাতিশয় যুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতু সকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রম যোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশর্য্য প্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাব বৈচিত্রের নাম মান। তদ-বস্থায় ভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে স্নেহ বলি। তদবস্থায় মহা বাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি বিষয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগপর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতন রূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নব নব ভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিষয় সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে জন্ম গ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অসমোর্দ্ধ চমৎকার উন্মতাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগ সময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বাক্যে দৃষ্ট হয়। অহো! গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে। জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ

অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল ॥৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মার্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

প্রেমদশা প্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব। আমি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পাদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার। যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ নন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয় সম্বন্ধ নিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মার্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্য বশতঃ ঐ ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্ম সাধন কার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্ম উদয় ব্যতীত অন্যফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন যথাঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনাঃ ॥

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভূ সম্বন্ধাবিধেয় প্রয়োজন স্বরূপ জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাব প্রেম অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোনচার উপদেশ করিয়াছেন। হে জীব যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা জ্ঞানচেষ্টা পরিতাগ পূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্ন সহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর। শ্রীচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

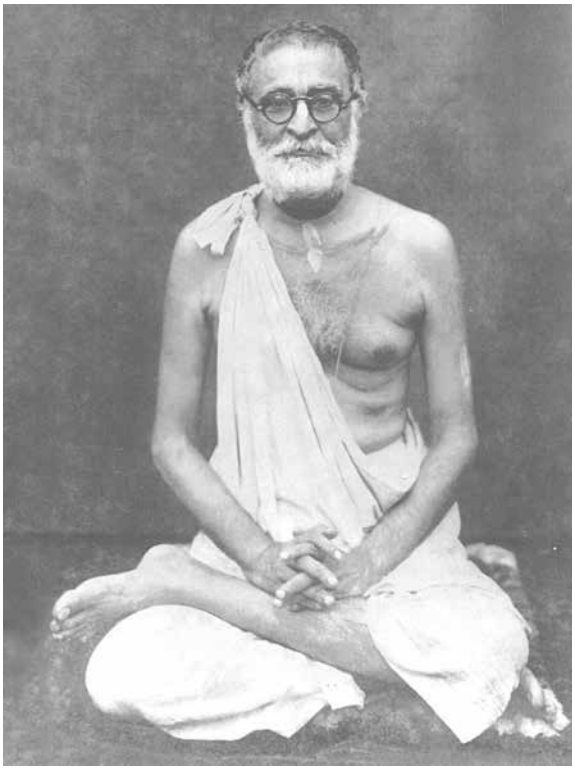

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান কারিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমের্
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরু-নিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।"

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্র রূপে রাধামাধবমিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানা মতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণং ব্রজ," "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশাও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুরবুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়', গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর একনাম—বসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' শ্লোক খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধবমিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সঙ্কীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোতঃ সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিত-যুগলের রহঃকেলি যে সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'এতে

চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ-বিলাস-বিগ্রহসকল, চতুর্ব্যূহ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, কেহ বা কৃষ্ণের 'অংশ', কেহ বা 'কলা'। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ আংশিকভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধারণা হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা সেই কৃষ্ণ-বস্তুরই। তাঁহারই বিকৃত প্রতিফলন আমরা এই জড়জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর-বকাসুরাদির বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য-লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; কিন্তু অভিন্ন-নন্দনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্য-লীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ডী অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপা-পূর্ব্বক চরম-মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য উদ্যত,—একটু-আধটু মঙ্গল নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই উদগ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে মহা-দান করিতে উদ্যত, তাহার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের হস্তামলক (করতলগত আমলকীবৎ) রূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতে পারেন। সেই মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া দয়া কেবলমাত্র অবিদ্যা-প্রতীতি বা বাহ্যজগতের চিন্তা-স্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের-সহিত একীভূত হওয়ারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিলাস ও খণ্ড পরমাত্মানুশীলন হইতে যিনি জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ মহাবদান্য জীবের প্রতি তাঁহার যে মহানুগ্রহ, তাহার তুলনা হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের প্রতি পরম-করুণা-পরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট শ্রীহরির কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের প্রকার-ভেদ অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা-প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ কতরকমে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে যে-স্থানে অবস্থিত—যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপভাবে উন্মেষিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই সে সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর যেভাবে যে-প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তরাদি সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাদৃশ দান করিয়া এই যুগে ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তিনি এই যুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান কারিয়াছেন; তাহাই—'স্বভক্তি-শ্রী'। 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'আত্মাকে' বুঝায়; সেই আত্ম-প্রতীতিগত সেবার শোভা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চরসাশ্রিত শুদ্ধ আত্মার সেবার প্রকার ভেদ জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরু-তপ্তহৃদয়ে—আমাদের ন্যায় গুণজাত অবস্থায় পতিত কাঙ্গাল জীবগণকে সুদুষ্প্রাপ্য 'অনর্পিতচরী' স্বীয় উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভা প্রদান করিবার জন্য—জগতের সকল জীবকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। আবার তিনি একটী সামান্য পরিমিত সম্পত্তি-বিশিষ্ট পুরষও নহেন,—তিনি একটি সামান্য-জগতের স্বষ্টিকর্তা-মাত্রও নহেন! দাতা স্বয়ং হরি! মানুষ মনে করেন,—এই ব্যক্ত জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু কিন্তু সকল-কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবানই এই অপূর্ব্ব দানের দাতা। তাঁহাতেই সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত।

জগতের লোকসকল আনন্দ দ্বারা আকৃষ্ট; কেহই নিরানন্দ চা'ন না। আনন্দ আবার বস্তুর নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়ায় অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকালস্থায়ি নহে; তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের বিকৃত প্রতিফলনসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া—জগতের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া—বুদ্ধিমান্ পুরুষ পার্থিব নাম-রূপ-গুণাদিতে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহ জগতের আনন্দস্রোত

শুকাইয়া যায়; কেননা, উহা সীমা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার যতটুকু প্রাপ্য, জীব এইস্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে; ফলে, তাহার যোগ্য প্রাপ্যটিও হারাইয়া ফেলে।

যে মূলবস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বশ্য বা ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে, তিনিই 'ঈশ্বর' বস্তু। আমরা ইহ জগতে যে-সকল বস্তু বলিয়া উপভোগ্য বোধ করিতেছি, সেইসকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুদ্গ্রীব, তিনিই শ্রীভগবান্। যাঁহাদের আংশিক প্রকাশ—জৈব-জ্ঞানের উপভোগ্য 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত, সেই ব্রহ্ম—পরাৎপর মূল-পুরুষ শ্রীভগবানের দ্যুতিমালায় প্রকাশিত। এই পরতত্ত্বই সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব।

আমরা কাল্পনিক শ্রীগৌরহরির কথা বলিতেছি না; ব্রহ্মজ্ঞগণ পূর্ণব্রহ্মহরির যে অসম্যক্ স্ফূর্তি, যোগিগণ যে আংশিকবৈভব বা ব্যাপক ভূমার কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই বস্তুর কথাও বলিতেছি না; যাঁহারা উজ্জ্বলরসের বিরসাবস্থাবিশেষে—জড়জগতের প্রাকৃত রসে বিরাগবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্যক্তিগণের জ্ঞানগম্য অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীতির কথাও বলিতেছি না; 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একটি অপেক্ষাকৃত 'ক্ষুদ্র অনুভূতি বা ইহজগতের খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দশভুবনের কথা বা উন্নত সপ্ত-ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক; কিন্তু যাঁহার আংশিক বিকৃত প্রতিফলিত রস আমরা ইহজগতের স্ত্রী-পুরুষে, পিতা-পুত্রে, বন্ধু-বন্ধুতে, প্রভু-ভৃত্যে, বা নিরপেক্ষাবস্থায় লক্ষ্য করি, সেই বিকৃতরসগুলি যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর কথাও আমরা বলিতেছি না। এই অতিন্নিরসনরূপ কার্য্যটিতে তাঁহাদের সহিত আমাদের বাহিরের দিকে কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে এমন একটি রসের কথা বলিয়াছেন,—যিনি কেবলমাত্র রস-রাহিত্যরূপে বর্ণিত হন না, পরন্তু যাঁহার একটা নিত্য পরম-চমৎকারিতা-যুক্ত নিত্যপরিপূর্ণরসময় বাস্তব-স্বরূপ আছে,—যে জিনিষটি পরিপূর্ণরসময়, যাঁহার পূর্ণপ্রাকট্য আছে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুকে সেই বাস্তব-সত্য নিত্যচিন্ময়রসের কথা বলিয়াছিলেন (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ)—

ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারভাবের ভূমিকায় সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে 'রস' উপলব্ধ হয়। জাগতিক গৌণী বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণ রস লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যখন আত্মধর্ম্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তখন তাহাকে 'রস' বলে। উহা নল-দয়মন্তী, সবিত্রী-সত্যবান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা পশু-পক্ষীর পরস্পর হেয় কাম-রস নহে। আত্মা যখন নিজস্বভাব প্রাপ্ত হন, তখনই আত্মবৃত্তি দ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইতে থাকে। 'আমিত্বে'র অনুভূতিতে যখন 'ইট-পাট্‌কেল' বা কোন গুণজাত বস্তু 'ধাক্কা' দেয় না, তখনই ঐ রস আস্বাদিত হয়।

এই জড় প্রপঞ্চে পঞ্চবিধ বিকৃত-রস বর্ত্তমান; আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি,—এই অনুভূতিটি থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া! কিন্তু জগতে এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি (তৈঃ পঃ ১ অনু) বলেন,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম।

ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু—পূর্ণবস্তু হইতেই এই আংশিক বিচিত্রতা এই খণ্ড-জগতে বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবস্তু—নিত্য নব-নব-ভাবে রস-বিলাসময়। আমি যদি 'ঘোড়দৌড়' দেখিতে গিয়া একটি গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটি জানালা দিয়া ঘোড়সোয়ারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে, ঐ অশ্ব পূর্ব্বে দৌড়াইতে ছিল না, পরেও দৌড়াইবে না এবং ঐ ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠাপরি উপবিষ্ট অশ্বারোহীও আমার দর্শনের পূর্ব্বে বা পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচারে যেমন ভুল হয়;—কেন না, আমার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বারোহী দৌড়াইতেছে এবং পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে,—কেবল আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবন্ধন

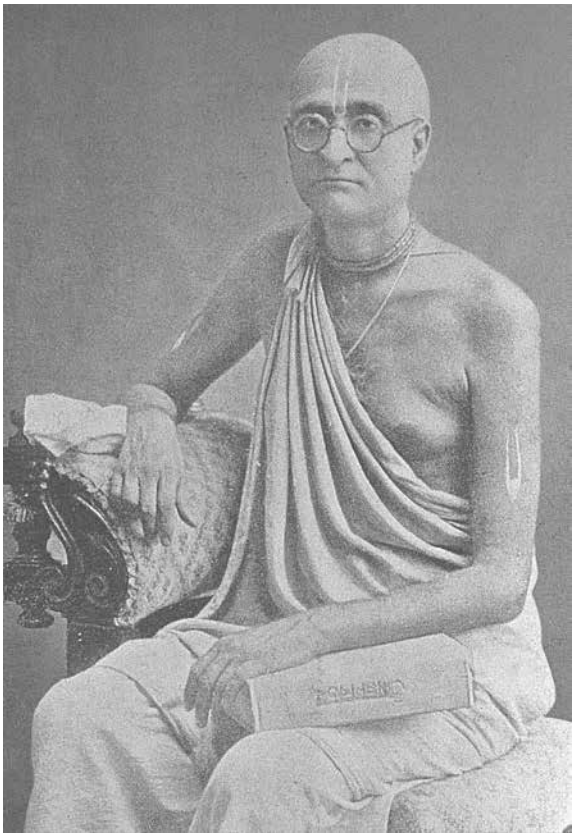

অর্থাৎ প্রতিঘাতযোগ্যতা থাকায় বা অসম্পূর্ণ যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করিতে যাওয়ায় উহা যথার্থভাবে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণা বা বিচার যেমন আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও সম্যক্ দর্শনের অভাবদ্যোতক;—তদ্রূপ, যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞান-দ্বারা বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা থামিয়া যায়, তাঁহারাও ভ্রান্ত তর্কহতধী ও অসম্যগ্‌দর্শী। আমি যদি মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে কোন মানুষ ছিল না বা আমি মরিয়া গেলেও কোন মানুষ থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচার—যেমন মূর্খতামাত্র, কেন না, আমি মরিয়া গেলেও মানুষের কর্ত্তৃসত্তা থাকিবে, তদ্রূপ চিদ্ধামে চিদ্ রসময়-ব্রহ্মের বিলাস বা বিচিত্রতা নাই,—এরূপ বলাও দুর্ব্বিচার বা বিচারাভাব মাত্র। উহা—অজ্ঞেয়তা-বাদিগণের (Agnostic-দের) ক্ষুদ্র ধারণা। নিত্যপূর্ণরসের রসিকগণ এরূপ ক্ষুদ্র বিচার আবদ্ধ নহেন।

মধুর-রস চিদ্ধামে—পরাকাশে অতীব উপাদেয়ভাবে পঞ্চ রসের পরমচমৎকারিতা বর্ত্তমান। তথায় একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই 'বিষয়', আর সমস্তই তাঁহার 'আশ্রয়' বা সেবোপকরণ। এই পঞ্চপ্রকার রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রসই মধুর-রসের অন্তর্গত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের মধ্যে 'স্বক' ও 'পরক'-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুন্দরভাবে দেখান নাই। নিয়মানন্দ—কাহারও মতে যিনি—দ্বিতীয়শতাব্দীর, কাহারও মতে বা দশম-শতাব্দীর আচার্য্য, এবং বিশেষজ্ঞের মতে যাঁহার আবির্ভাবের পরিচয়—মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রচারিত, তিনিও উজ্জ্বলরসের আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদত্ত কৃপায় মধ্যে সেই রসের প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। যাহা—জীবাত্মার সহজপ্রাপ্য, যাহা—জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যাহা—কৃত্রিম সাধনপ্রণালী দ্বারা লভ্য বা সাধ্য নয়, যাহাতে—সকলের উপযোগিতা আছে, এইরূপ অসমোর্দ্ধ বস্তুই তিনি জগতে প্রচার ও প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র পরমকৃত্য,—এইটিই তাঁহার মহা-বদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, নারদাদি মুনিবরগণের, এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য দুর্গম ব্যাপার ব্রজের প্রেমধন পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

জগতের যত বড় সম্প্রদায় এবং যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদয় যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়, তাহা গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সমগ্র-জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায় কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন হওয়া চাই। যাহা কিছু ভোগ-বাঞ্ছা-মূলক ধারণা, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা 'কৃষ্ণের কীর্ত্তন' নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে যদি আমরা 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজত-ভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা 'নাম' বলিয়া ভুল কল্পনা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ, শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীকৃষ্ণাক্ষর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহারই

নাম—'সঙ্কীর্ত্তন'। কিন্তু ইহা-দ্বারা কেহ যেন 'ছুঁচোর কীর্ত্তন'কে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া মনে না করেন। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ঐরূপ বা ঐজাতীয় কীর্ত্তন নহে,—কেবলমাত্র পিত্ত বৃদ্ধি করিবার কীর্ত্তন নহে,—মানুষের কল্পিত কীর্ত্তন নহে—জড়-ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে,—ওলাউঠা ভাল করিবার কীর্ত্তন নহে,—সামান্য জড়-মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়নমাধবের, সদানন্দের তথা অপ্যয়দীক্ষিতের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের যথার্থ মুক্তিলাভ হইতে পারে,—কাশীর মায়াবাদি-প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে বিষয়ে আচ্ছন্ন ও অতি-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে,—রাজা প্রতাপরুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্ব্বজীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে,—মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইবার কালে বৃক্ষ, লতা পশু-পক্ষাই তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়া জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। গৌরসুন্দর সকলের জন্য—উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, মানব,—প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা নির্মৎসর সাধুগণের সতত-সেবা পরম-বাস্তব প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্যবস্তুর কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হাবিজাবির মধ্যে যাওয়ার কিছুমাত্র দরকার নাই, হাজার-হাজার দোকানদার তাঁহাদের নিজ-নিজ-দোকানের মন-গড়া জিনিষসমূহের প্রচার প্রচলনের জন্য বিজ্ঞাপন-বিস্তার ও ক্রেতা সংগ্রহ (ad-vertise ও canvass) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। যদি তাঁহাদের ঐসকল মনোহারিণী কথায় ভুলিয়া ঐসকল দোকানদারগণের দোকানে আমরা যাই, তবে আমরা নিত্যসত্যবাস্তব-বস্তু-লাভে বঞ্চিত হইব। কিন্তু আমাদের অচেতন-হৃদয়ে যদি চৈতন্যদেব উদিত হন—যদি চৈতন্য-হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন—যদি স্বয়ংপ্রকাশবস্তু নিজকে নিজে কৃপা-পূর্ব্বক প্রকাশ করেন, তবেই আমরা ঐসকল দোকানদারদিগকে অনায়াসে একেবারেই বাদ দিয়া (summarily reject করিয়া) দিতে পারিব। সেই চেতনময় বস্তু স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নির্ব্বিশেষবাদ বিনাশ এবং বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ ও শুক্রাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ড-ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি আত্মার ধর্ম্মই জানাইয়া দিয়াছেন।

বাস্তব সত্যবস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা তাঁহারই কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছিলেন।প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব নিত্যকাল প্রকাশমান। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোকসমূহ—ভূতপূজক, পুতুল-পূজক, কাল্পনিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের সেবক।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছেন না। যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের লোকের প্রতি আমাদের 'ছোট' বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, যে কাল-পর্য্যন্ত জগতের সকল লোকেরাই স্বরূপতঃ হরিভজন করিতেছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ পঃ)—"সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে"—এই আত্মস্বরূপ-প্রতীতিটী উদিত না হইবে, সেকাল-পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জিত হইবে না।

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই—ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণকারী; শ্রেয়ঃকুমুদবিকাশিনী পরমস্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার বিস্তারকারী অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই চরমশ্রেয়ো লাভ হয়।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূজীবন-স্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন"। পরবিদ্যাশ্রিত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না। যাঁহারা জড়-জগতে 'বড়' হইতে অভিলাষী, স্বর্গ-সুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য

ব্যস্ত, তাঁহারা 'পণ্ডিত' নহেন। আমাদের দুর্ভাগা দেশের এখন ধারণা যে, যাঁহারা লেখাপড়া জানে না, যাঁহারা—স্ত্রীলোক, ছোট-জাতি, অতি-সহজেই চোখে জল-বাহিরকারী প্রাকৃতসহজিয়া, অলস-লোক, অবসরপ্রাপ্ত লোক (retired men), তাঁহাদের জন্যই হরি-কীর্ত্তন (?)! অথবা, যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, উদরভরণের জন্য, সুর-তাল-মান লয় দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য 'দশা'য় পড়ে, ভাবপ্রবণতা (emotion) দেখায়, তাঁহারাই 'কীর্ত্তনীয়া' এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত ব্যাপারই—'কীর্ত্তন'! কিন্তু ঐগুলি কখনও 'হরিকীর্ত্তন' নহে; ঐগুলি ব্যবসায়—মায়ার কীর্ত্তন। যাহারা জহরৎ চিনে না, তাহাদিগকে যেমন প্রতারক ব্যবসায়িগণ সুর, মান, লয়, তাল দেখাইয়া কৃষ্ণেতর গীতকে 'হরিনাম' বলিয়া প্রতারণা করে।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ অনুক্ষণ বুদ্ধি এবং পদে কৃষ্ণপ্রেমামৃতের আস্বাদ-লাভ হইতে থাকে। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-ফলেই সর্ব্বাত্মার স্নান-লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিসয়ও নিশ্চয়ই 'হরিনাম' নহে বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীহরিই একমাত্র সম্যক্‌রূপে নিরন্তর কীর্ত্তনীয়, আর জগতের যত অভিধেয়ের কথা আছে, উহাদের মূল্য—অন্ধ কপর্দ্দক মাত্র। অন্যান্য অভিধেয়ের কথা উপাধিদ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত সরল ও নিরপেক্ষভাবে এইসকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 'কোন্ কথাটী গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

শ্রুতি বলেন,—ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ চেতনময় বস্তু। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য হইতে অসংলগ্ন হইয়া যে বিচার করে, তাহা কখনও যথার্থ বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটেই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে-জীব সেইরূপ চৈতন্যভক্তের নিকট চৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পা'ন, তিনিই নিত্য বাস্তব-সত্যবস্তু গৌর-কৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যদেব জগতের অচেতন জীবের চৈতন্যবৃত্তি উদ্বোধন করিয়া সেই চৈতন্যবৃত্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)—

শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সবে, বিশ্ব কৈলা ধন্য॥

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ-নিজ মনোহারী দোকানের পণ্যদ্রব্য সমূহের ক্রেতৃ-সংগ্রহকারী (canvasser), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন; কারণ, বদান্যতা (charity) ও ক্রেতৃসংগ্রহ-চেষ্টা। (canvass) 'এক' কথা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—নিরন্তকুহক সত্যের প্রচারক। তিনি বলেন,—বাস্তব-সত্য স্বয়ংই সুকৃতিমান্ জীবের সেবোন্মুখবৃত্তির নিকট প্রকাশিত হন, সত্য জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। বন্ধমোক্ষবিৎ শ্রৌতপন্থিগণই—মহাজন, আর তর্কপন্থিপণ—মহাজন নহেন। প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহ-পরস্পর মতভেদযুক্ত, এবং বাস্তব-সত্য-বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে অসমর্থ বলিয়াই এইরূপ গোলমাল—গণ্ডগোল। কেহ বলিতেছেন,—'সূর্য্য, গণেশ, শক্তি বা নিরীশ্বরতার পূজা করিব।' কেহ বলিতেছেন,—'ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার রুচির—আমার খেয়ালের অনুরূপ হইবেন।' কেহ বা বলিতেছেন,—'ভগবানকে আমি এই মন দিয়াই গড়িয়া লইব, আবার এই মনের দ্বারাই আমার মনগড়া মূর্ত্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' এইরূপ নানা কুমতবাদ জগতে প্রচলিত আছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ কথা নহে। চেতন-বৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। কিন্তু অচেতন জাগতিক লোকদের তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু কার্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় কখনও হিংসার কথা বলেন না। জগতের কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরগণ তাৎকালিক অভাব-প্রতীকারের চেষ্টা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতেছেন মাত্র। অসত্যকে 'সত্য' মনে করিয়া লইয়া যে প্রতারণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত নিত্যমঙ্গল হইতেছে না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের

যথার্থ নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট।

গৌরানুগত্যের লক্ষণ

কাহারও কাহারও মতে,—ভগবান্ একজন ইন্দ্রিয়তর্পণযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহকারী (order-supplier); তাই আমরা অনেক-সময় 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন,—বণিক্ হইও না। তাঁহার ভক্তগণ—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩)—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরাম্
আবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবকের ভগবৎসেবা ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। যাহার যে কিছু বস্তু আছে বলিয়া অভিমান আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ'-ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্তগণ বলেন,—'হে জীব! তুমি স্বরূপতঃ কে, তাহা আগে জান' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের 'অপ্রিয়' বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমারাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পিতা যেরূপ অবাধ্য শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে এবং সদ্বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও তদ্রূপ জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-মানব-জাতির রুচির প্রতিকূল চেতনময় কথা বলিলেও তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলেই ভীত হইতে হইবে না; তাঁহারা আমাদের বহির্ম্মুখ হৃদয়গ্রন্থিরূপ পচা-ঘা বিস্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া স্বাস্থ্যবিধান বা মঙ্গল-সাধনের জন্যই আসেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৯ সংখ্যায়—

তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো কোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়নো যাবন্ন দৃগ্গোচরঃ॥

যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-ভক্ত জীবের দর্শনের বিষয় না হন সে-কাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার ও ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গকে তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সে-কাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখমার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিন্মন্য ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব-মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ-অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

অরুণ বসেন সোনার সুরজ
উদিছে কেন রে আজ।
বসন্ত সুষমা উজারি আপনা
ঢালে কেন জগমাঝ ॥ ১॥

তরু গুল্মলতা অপূর্ব্ব বারতা
বহে কেন ফলে ফুলে।
ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে কেন হেন রঙ্গে
সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে ॥ ২॥

পতিত দুর্জ্জন কেন রে গর্জ্জন
উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।
বিদ্যা কুল ধন অভিমানী জন
কেন ম্লান দুঃখ ভরে ॥ ৩॥

আকাশ বাতাস ঘুচাইয়া ত্রাস
আশ্বাসে ভাসায়ে দেয়।
সাধুজন মন সুখ বিতরণ-
আবেশে উন্মাদ হয় ॥ ৪॥

চৌদিকেতে ধ্বনি কি অপূর্ব্ব শুনি
বহুজন উচ্চরোল।
হরে কৃষ্ণ রাম নাম দিব্যধাম
হরি হরি হরি বোল ॥ ৫॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হিন্দোল রঙ্গমা
সুজন-ভজন রাগে।
সংকীর্ত্তন সনে মরম গহনে
না জানি কিভাব জাগে ॥ ৬॥

সন্ধ্যা সমাগম তপন মগন
কেন হেম ঘন কোলে।
অপরূপ কত পূরব পর্ব্বত
সুবর্ণ চন্দ্রমা ভালে ॥ ৭॥

সুবর্ণ চন্দ্রমা পশিছে নীলিমা
সে নীল বিলীন হেমে।
ইথে কিবা ভায় সাধুজন গায়
কলঙ্ক না রহে প্রেমে ॥ ৮॥

মহাজনে বলে গ্রহণের ছলে
সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্রোদয় পাপ রাহু ক্ষয়
চন্দ্রশোভা প্রেম ধন ॥ ৯॥

মর্ম্মজ্ঞ সকলে কহে কুতূহলে
নীলিমা বিলীন চাঁদে।
ছন্ন অবতার লুকান কাহার
রাধা-রুচি-রূপ-ছাঁদে ॥ ১০॥

ইথে হেন স্তুতি রাধাভাবদ্যুতি
সুবলিতি শ্যামরাত্ত।
উদিল গৌরাঙ্গ নাম-প্রেম সঙ্গ
জয় জয় গোরা গাত্ত ॥ ১১॥

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বিজয়বসন্তলক্ষ্মীর পৌর্ণমাসী জীব-ভাগ্যাকাশ আলোকিত করিয়া আবার প্রকাশিত হইলেন। ১৪০৭ শকাব্দের এই বসন্তলক্ষ্মীর পরম শোভা সম্পাদন করিয়া অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধু হইতে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

অভূদ্ গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষ-পদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেহবতরতি॥

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচরা পরমামধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের অবির্ভাবের কারণ দুইটীর মধ্যে বাহ্য কারণে দেখা যায়—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কেহ নাহি বাসে॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥

জগতের ঠিক এবম্প্রকার দুঃস্থ অবস্থায় প্রেমাবতারীর জগতে আবির্ভাব। এবং তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই—

পাপ-তমো হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব বিষয়েও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলিযুগধর্ম্ম-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বে তাঁর কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

আজ বাস্তবিকই সমস্ত জগজ্জীবকে তাঁর প্রতি উন্মুখ হইতে দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা নাই। যে প্রেমময় অবতারী জগতের প্রতিটী জীবের দুঃখে নিজে কাঁদিয়াছিলেন এবং সেই দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া, যে ভগবানের অপার করুণায় ভূলোক দ্যুলোক—প্রেমালোকে উদ্ভাসিত; আজ তাঁরই প্রকাশ তিথিতে জীব-হৃদয় কি নীরব থাকিতে পারে? তাই আজ জগতের প্রতিটি অনু-রেণু তাঁহার আবির্ভাব তিথিতে পুলক লাভ করিতেছে। তবে এই যে আনন্দ, এই আনন্দ আরও সুধা-মধুরিমা সংযুক্ত হইতে পারে, যদি শ্রীচৈতন্যানুগপন্থায় প্রকাশিত হয়, যদি এই আনন্দ প্রকাশ ভক্তের আনুগত্যে চৈতন্যানুশীলনরূপে প্রকাশিত হয়।

এই কথা খুবই সত্য যে আজ পর্য্যন্ত ভগবানের যত অবতার জগতে প্রকটিত হইয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁদের শিরোমণি। যেহেতু প্রেমই একমাত্র তদ্‌বস্তু—যাহা লাভ করিলে—

নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন॥

আর সেই প্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীগৌরসুন্দর। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

অনন্তকালের ঘূর্ণিপাকে

ওঃ কোন্ দেশের লোক আমরা কোন্ দেশে এসে প'ড়েছি! এ ত' সাত সমুদ্র তের নদী মাত্র নয়, কত লক্ষ লক্ষ দেশ-দেশান্তর, যুগ-যুগান্তর ঘুরে' এখানেও এসেছি! এখানে ত' স্থির নই— কেবল চক্রের ন্যায় ঘুর্‌ছি! ছিলাম কোথায়, ঘুরে ঘুরে এলাম মা'র গর্ভে—দশ মাস দশ দিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ভূমিষ্ঠ হ'লাম, তা'র সঙ্গে সঙ্গেই আমার শরীর-মন, আকৃতি-প্রকৃতি—সবই ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। আমার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখও চক্রের ন্যায় ঘুর্‌তে থাক্‌ল।

কখনও পাখী হ'য়ে আকাশ-মণ্ডলে ঘুর্‌ছি, কখনও জলজন্তু হ'য়ে সাগরে মহাসাগরে ঘুর্‌ছি, কখনও বা নানাপ্রাণী হ'য়ে পৃথিবী-মণ্ডলে ঘুর্‌ছি। মানুষ হ'য়ে কত প্রকারেই না দুনিয়াদারীতে ঘুর্‌ছি; কখনও বা পেটের চিন্তায় ঘুর্‌ছি, কখনও বা এক একটা খেয়াল চরিতার্থ কর্‌তে ঘুর্‌ছি। কখনও রূপের মোহ, কখনও রসের মোহ, কখনও গন্ধের মোহ, কখনও স্পর্শের মোহ, কখনও বা শব্দের মোহের মায়ামৃগ হ'য়ে মায়ামরুর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

পৃথিবীতে এত ঘুরেও ঘোরার সাধ না মিটায় চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুর্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠছি—নানাব্রত-তপস্যা করছি! যাগ যোগের নাগরদোলায় চড়ে' কত কত সূর্য্য-চন্দ্রমণ্ডল ঘুরেও ঘোরার অবসান হ'লো না—ঘোরার সাধ মিট্‌ল না!

চৌরাশীলক্ষ যোনি ঘুরে' ত' এসেছিলাম পৃথিবীতে মানুষের চেহারা নিয়ে। সেই ঘুর্‌বার প্রবৃত্তি যখন পৃথিবী-পরিক্রমার জন্য আমাকে অবার নূতন ক'রে প্ররোচিত ক'রে তুল্‌ল, তখন গৃহিণী আমাকে পরিক্রমা কর্‌লেন, আমিও তাঁকে পরিক্রমা কর্‌লাম, গৃহিণী-পরিক্রমার পর গৃহ-পরিক্রমা ক'রে নবগৃহে প্রবেশ কর্‌লাম। মনে করেছিলাম,—গৃহে বিশ্রাম পাব। কিন্তু ঘুরে' ঘুরে' মাথার ঘাম পায় পড়্‌ছে—মাথা ঘূর্ণিবায়ুর 'বল্' হ'য়ে যাচ্ছে তথাপি কে যেন আমাকে চাবুক দিচ্ছে—পদাঘাত কচ্ছে, আর ঘোরাচ্ছে।

ঐরূপ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ঘোরার শ্রম লাঘব কর্‌বার জন্য শ্রমিকের ন্যায় গান ধর্‌লাম,—

মা, আমায় ঘুরাবি কত। চোক্-ঢাকা বলদের মত॥

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী তাঁর ভাণ্ডে এনে' চোক্‌ঢাকা বলদের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, আর আমাকে দিয়ে তাঁ'র জেলখানার তেল পিষে নিচ্ছেন। আমি জগদম্বার জগৎকারাগারের কয়েদী। তাই আমি যতই তাঁ'র কাছে আবদার করি, তিনিও ততই চুষিকাঠি দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেন। আমার হাতে বিশ্বরূপের মোয়া দিয়ে বলদের মত ঘোরান, আর "ফেল কড়ি মাখ তেলে"র হাটের তেল আদায় ক'রে নেন। এটাই প্রকৃতির প্রকৃতি।

তাই সময় সময় যখন 'ঘুরে ঘুরে' চোক্ চড়কগাছ হ'য়ে যায়, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগের উদয় হয়। ঘোরার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে বুঁদ হয়ে বসে পড়্‌বার জন্য আপনাকে শ্মসানবাসী শিব কল্পনা করি—"শিবোঽহং" "শিবোঽহং" বলিতে থাকি।

ঘোরার আবর্ত্তে পড়ে' আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হ'য়ে গিয়েছে কি না, তাই একটা মস্তবড় ভুল ধর্‌তে পার্‌ছি না! যখন শিবানীকে একবার 'মা' বলেছি—'জগদম্বা' ব'লেছি, তখন আমি 'শিব' হয়ে পড়্‌লে আমার কতটা বেয়াদবী — শুধু বেয়াদবী নয়, কতটা রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'বার মত অপরাধ হ'বে, তা' আমি ধর্‌তেই পার্‌ছি না! সেরূপ চরম অপরাধী ব্যক্তি হয়ে নিজে আত্মহত্যা কর্‌বে, না হয় তা'কে রাজ-পুরুষ সেরূপ চরমদণ্ড ভোগ করা'বে!

ভগবান্ কে আমার বিভিন্ন বাসনা-পূরণকারিণী, আমার আপাত সুখের প্রতি স্নেহ-সুলভ দৃষ্টি-সম্পন্না মা'র মুক্তিতে গড়্‌তে চাইলে সেখানে 'জড়া প্রকৃতি' এসে' দাঁড়াবেন। ভগবান্‌কে 'মা' কর্‌তে চাইলে—আমাদের আব্‌দারের যোগানদার কর্‌তে চাইলে বিশ্বঘোরা কম্‌বে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস-যন্ত্রণায় ঘুর্‌তে হ'বে, আর প্রকৃতিকে 'মা' ব'লে, তাঁর স্তন পান (বিশ্বের রূপ-রসাদি ভোগ) কর্‌তে কর্‌তে আবার অপর গর্ভবাসের দোলায় আরোহণ কর্‌তে হবে, কখনও বা শ্মশানবৈরাগী সেজে' 'মা' ডাক্‌টা উল্টে ফেলে দিতে হ'বে।

জীব যখন 'মা' ডাকে, তখন সেখানে গর্ভবাস সম্বন্ধ, জগতের আদান-প্রদান-সম্বন্ধ; আর পূর্ণচেতন ভগবান্ যখন অবিমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যকে 'মা' ডাকেন, ভগবান্ যখন নিত্য পুত্র রূপে প্রকাশিত হন; তখনই সেখানে গর্ভাবাস-সম্বন্ধ বা প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, সেখানে প্রেমের

ফোরারা ফুটে উঠেন; কেন না ভগবান্ গর্ভবাস-ব্যতীতও জগতে প্রকাশিত হতে পারেন কিন্তু বদ্ধজীব তা পারে না।

জগতের অজ্ঞান শিশু-সম্প্রদায় যখন পরব্রহ্মকে (?) তা'দের আব্দার ও কামনার সরবরাহ-কারিণীর মূর্ত্তিতে কল্পনা ক'রে পুরাকালের রাজ্যভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, বা শিবত্ব কামনা ক'রে 'মা' 'মা' বলে আবাহন করে, তখন কি তাতে সত্য সত্য পরব্রহ্মের সেবা হয়? আমার সুখ, আমার সুখের সঙ্গে যা'দের সুখের শিকল বাঁধা, তা'দের সুখের কামনা,—তাদের স্বাধীনতা কামনা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কামনা, কিংবা আমি এ দুঃখের দুনিয়া হতে উদ্ধার পাব—শান্তি পাব, এরূপ আত্মসুখ-কামনার জন্য 'মা'কে যোগানদার করা, গোমস্তা করা, দাসী বাঁদীর মত করাটা কি মায়ের পূজা,—না মাকে খাটিয়ে নেওয়া? পরব্রহ্মকে খাটিয়ে (?) নেওয়া ত' পরব্রহ্মের সেবা নয়—পরব্রহ্ম আমায় সুখে রাখুন বা দুঃখে রাখুন তাতে ব্যতিব্যস্ত না হ'য়ে—তাঁ'র পায় চিরদাসখত লিখে দিয়ে তাঁ'র জন্য বিনা স্বার্থে অহৈতুকভাবে খাটা, তাঁ'কে সুখ দিবার জন্য নানা কৌশলে, নানাভাবে সর্ব্বক্ষণ লেগে থাকার নামই ত' সেবা বা প্রেম।

'মা আমায় ঘুরাবি কত' ব'লে মা'কে যেন ঘুষ দেওয়ার মত চাল-কলা নৈবেদ্য দেওয়া, ঢাক-ঢোক বাজান বা "শিব হ'য়ে গিয়ে আমি দুঃখ হ'তে উদ্ধার পা'ব—আর শেষকালে পরব্রহ্মের সেবা ছেড়ে' দিব—এরূপ একটা অপস্বার্থকেই শ্রেষ্ঠ মানবজাতি কি 'পূজা' বল্‌তে পারেন? গতানুগতিক ভাবে বহু লোক একটা কাজ মোহের নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে ক'রে আস্‌ছে ব'লে তা'তেই মেতে যেতে হ'বে, আর যাঁ'রা জগতে প্রকৃত অহেতুকী সেবার কথা প্রচার কর্‌ছেন, তাতে কান বদ্ধ ক'রে রাখতে হ'বে,—এটা কি প্রকার যুক্তি?

আমরা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বল্‌বার দাবী ক'রেও এরূপ পুতুল-খেলার খেল্‌না নিয়ে মেতে উঠছি—পুতুল-খেলার ঢাক-ঢোলে দুনিয়া সরগোল ক'রে নিয়েছি, দেহের আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমাকে যাঁ'রা কোনও না কোনও ভাবে ভোগের সাহায্য করেন, তাঁদের জন্য নূতন কাপড়, নূতন অলঙ্কার, সুন্দর প্রসাধন, তাঁ'দের খেল্‌না, সাজ-সজ্জার উৎসব নিয়ে ব্যস্ত আছি; প্রকৃতির দান, প্রকৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভোগকেই মা'র বিগলিত করুণা-স্তন্যধারার মত জ্ঞান কর্‌ছি; অথবা ঐগুলি চিরকাল আমার ইচ্ছামতে আমার ভোগ যোগা'তে পারে না ব'লে ঐগুলির উপর রাগ ক'রে শ্মশানবৈরাগী শিব হতে যাচ্ছি—শিব হয়েও প্রকৃতিকে আমার উপর নাচাচ্ছি; কারণ, ভোগীই হই, আর ত্যাগীই হই, প্রকৃতি আমাকে ছাড়্‌বে না—ভোগে প্রকৃতি ভোগ (?) আবার ত্যাগে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃতি-ভোগ (?) কর্‌বার যত চেষ্টা করি, ততই প্রকৃতি আমার উপর চ'ড়ে বসেন; আমি যে অণুচেতন, মায়াকে ত' আমি ভোগ করতে চাইলেও ভোগ কর্‌তে পার্‌ব না—ত্যাগ ক'রতে চাইলেও ত্যাগ কর্‌তে পারবো না। প্রকৃতি বা মায়া আমার উপর উঠে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—লোলজিহ্বা হ'য়ে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—গণগড্ডলিকার মুণ্ডমালা প'রে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন। এ ত' পরব্রহ্মেরই কথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে মায়ার পূজা কর্‌লে হ'বে না, মায়ার আশ্রয় নিলে হ'বে না; যাঁ'র মায়া (মম মায়া), একমাত্র তাঁ'কেই (মামেব) শরণ নিতে হ'বে।

দশানন রাবণ তা'র বিশ মাথা, দশ হাত দিয়ে দুনিয়ার স্বাধীনতা, সাম্রাজ্য যত কিছু ভোগ ত' আয়ত্ত ক'রেছিলই, এমন কি, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত গোলাম ক'রেছিল, পৃথিবীর ক্লেশ লাঘব কর্‌বার জন্য ইচ্ছামাত্রই 'যা'তে স্বর্গে যেতে পারে, তজ্জন্য স্বর্গের সিঁড়ি পর্য্যন্ত তৈরী কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল, আর ঐরূপ চেষ্টা দিয়ে তা'র গুরুর (শিবের) গুরু রামের স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে হরণ কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। রাবণ মনে করেছিল যে, সে বুঝি ভগবানের শক্তি হরণ কর্‌বার শক্তি রাবণের নাই—রাবণ স্বরূপশক্তির ছায়াশক্তির একটু অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কি কখনও স্বরূপশক্তিকে স্পর্শ কর্‌তে পারে? তাই মায়াশক্তিকে—ছায়াকে দেখেই মনে ক'রেছিল যে, সে নিত্য সর্ব্বশক্তিমান, ভগবানকে নিঃশক্তিক কর্‌তে পারেছে; তাই সর্ব্বশক্তিমান্ তা'কে চরমদণ্ড দান কর্‌লেন।

'ছায়াশক্তি'কে যাঁ'রা পূজা করেন, তাঁ'দের পূজাও ছায়ার ন্যায় অবাস্তব। ছায়ার যেরূপ বস্তুত্ব ও নিত্যত্ব নাই, তাঁ'দের পূজারও তেমনি কোনও বস্তুত্ব বা নিত্যত্ব নাই। তাঁরা এদিকে মুখে বলেন যে, তাঁরা শক্তিকে পূজা করেন, কিন্তু আর একদিকে তাঁ'রা শক্তিকে লোপ করেন—হরণ কর্‌বার চেষ্টা করেন—তাঁ'কে বিসর্জ্জন দেন—অন্তিমে—সকলের শেষে শক্তির অস্তিত্ব থাক্‌বে না, সব নিঃশক্তিক হয়ে যাবে—এরূপ কল্পনা করেন। আবার শিবানীর পূজা কর্‌তে কর্‌তে—শিবের পূজা কর্‌তে কর্‌তে নিজেরাই শিবের আসন কে'ড়ে নেন!

জগৎপ্রসবিনীকে 'মা' ডেকে গর্ভবাসের ঘূরপাক—ত্রিতাপ-যন্ত্রণার ঘূরপাক হ'তে উদ্ধারের জন্য 'মা আমায় ঘুরাবি কত'—এরূপ না ব'লে যেদিন আমরা অনুক্ষণ আমাদিগকে পরব্রহ্মের বাগানের মালী ক'রে তাঁ'র সকল কাজে, তাঁর সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য আমাদিগকে ঘুরা'তে পার্‌ব, যাতে তাঁর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুক্ষণ—অবিরাম, এমন কি, জন্ম-জন্মান্তর ঘুরতে পারি,—এইরূপ অকপট আর্ত্ত প্রার্থনায় যে-দিন চেতনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌ব, সেদিনই আমরা যাঁ'র বারান্দায় পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দেন, সেই নন্দের ব্রজ পরিক্রমা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ব—সেদিনই বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমা, গ্রাম-পরিক্রমা ও ধাম-পরিক্রমায় তফাৎ কোথায় বুঝ্‌তে পার্‌ব। তখন একমাত্র অদ্বিতীয়, অপ্রাকৃত কামদেবের কামের পরিপূরণের জন্য আমাদের স্বরূপের—চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের কামচরিতার্থ কর্‌বার জন্য অনুক্ষণ ঘুরছেন, তাঁ'দের পেছেন ধ'রে—পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চেতনের কানে নন্দ-নন্দনের বাঁশীর সঙ্কেত শু'নে রাসমণ্ডলীতে ঘুর্‌বার জন্য সব কাজ ফে'লে দৌড়্‌ব—আবার যাঁ'রা নন্দনন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন, তাঁ'রা যে কুণ্ডে সর্ব্বক্ষণ স্নান করেন, সেই রাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বার্ষভানবীর সেবকমণ্ডলীর চরণরেণুর আকাঙ্ক্ষা ক'রে ক'রে ঘুর্‌তে থাক্‌ব—তখনই শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থালী, আমাদের নিত্য স্বরূপে আমরা যাঁ'রা একজন অংশীদার, সেই গৃহস্থালীর মূল বিষয় ও মূল আশ্রয়ের সেবার জন্য সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল ভাবনায় আমাদের কেবল ঘুর্‌বার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির উদয় হ'বে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব,—কৃষ্ণের গৃহস্থালীর জন্য তন্ময় হ'য়ে গোপীরা সর্ব্বদা গোকুল-গোলোকে কেন ঘুরছেন—দিব্য বিরহোন্মাদে কেন ঘুরছেন। সে রূপ ঘোরাই আমাদের সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম—পরিক্রমা করাই আমাদের চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি—ঘোরা হইতে নিবৃত্তি হওয়া—পরিক্রমা ছেড়ে দিয়ে বুঁদ হ'য়ে ব'সে যাওয়া অচেতনের ধর্ম্ম—পাহাড় পর্ব্বতের ধর্ম্ম। চেতনের তা' অপেক্ষা আর যন্ত্রণাময় অবস্থা নাই। জড়শক্তি—জড়তড়িৎ আমাদিকে রাত্রি-দিন কোথায় আমরা ইন্দ্রিয়-সুখ পা'ব,—এরূপ একটা মরীচিকায় বিভ্রান্ত ক'রে ঘূর্ণিবায়ুর মত, আবর্ত্তের মত ক্লেশের জাঁতাকলে ঘুরাচ্ছে দে'খে ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাবার ন্যায় আমরা যদি মহামায়া জড়শক্তির প্রেরণায় ঘোরা, আর যোগমায়ার চিচ্ছক্তির প্রেরণায় ঘোরাকে—বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমাকে সমান মনে করি, তবে ভুল বুঝলাম। জড়শক্তিতে যে ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুরতে হয়, তা'তে জগতের অনেক ভাল জিনিষ নষ্ট হ'য়ে যায়—ঐরূপ আবর্ত্ত অনেক প্রাণীর প্রাণ হরণ করে—তা'তে জগন্নাশ কার্য্য উপস্থিত হয়।

তাই মহাজন আমাদিগের ঐ বিশ্বগ্রাসী ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিবার জন্য ডাক্‌ছেন। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে ডে'কে বল্‌ছেন,—জড়শক্তির পদগোলক হ'য়ে কতকাল বিদেশে ঘুর্‌বে? সদ্‌গুরুকৃপা—চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কৃপা-প্রসাদ মস্তকে বরণ ক'রে তোমাদের নিত্য-স্বরূপ নবদ্বীপ-বৃন্দাবন পরিক্রমা কর। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে অভেদদর্শন ক'রে পরিক্রমা কর। বৃন্দাবন পরিক্রমা কর্‌তে কর্‌তে নবদ্বীপের ঔদার্য্যসীমার তোমাদের চেতন বৃত্তি পরিপ্লুত হ'য়ে উঠুক, আর নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে মহাবদান্য নবদ্বীপের কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে ব্রজজনের মাধুরী প্রকাশিতে হউক্।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ

শ্রীএকচক্রাধাম বীরচন্দ্রপুর

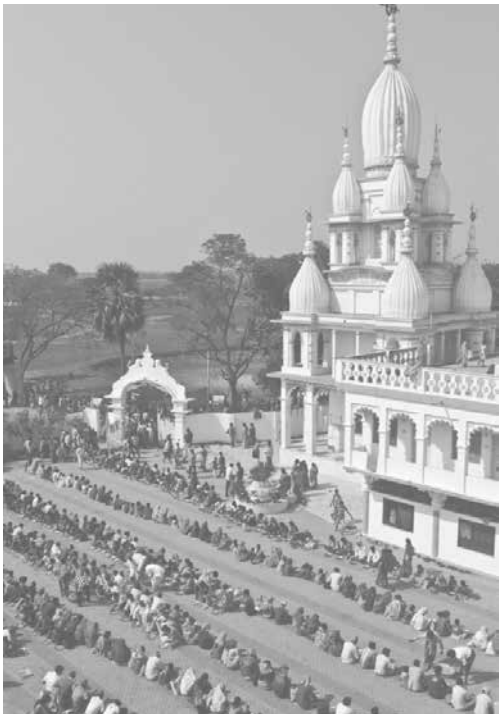

শ্রীগঙ্গাসাগর মেলা

১২–১৬ জানুয়ারী ২০১৪ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

ALL GLORIES TO SRI GURU & GAURANGA
Mob. - 7797684382
9732113285
SRI SRI GANGASAGAR MELA
SRI CHAITANYA SARASWAT MATH (INTERNATIONAL)
(NABADWIP JAL MANDIR)
FREE FOOD DISTRIBUTION & MEDICAL CAMP

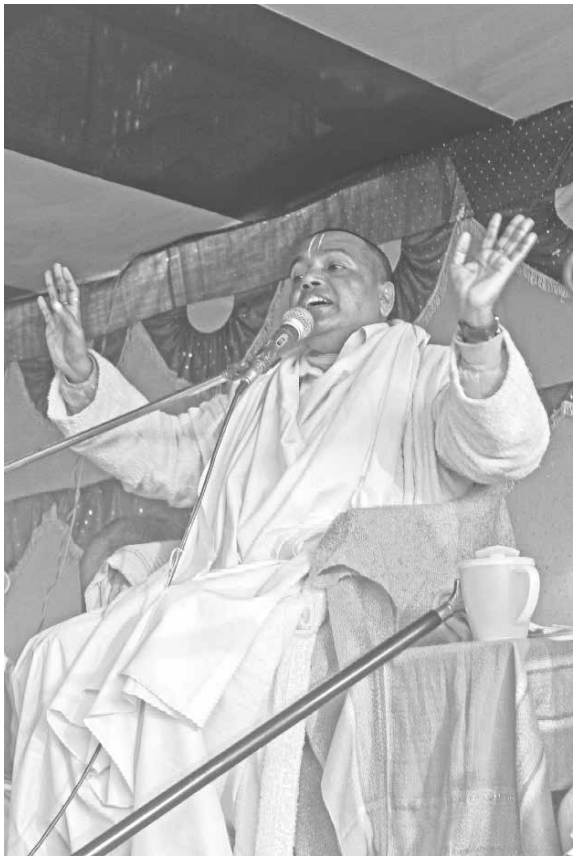

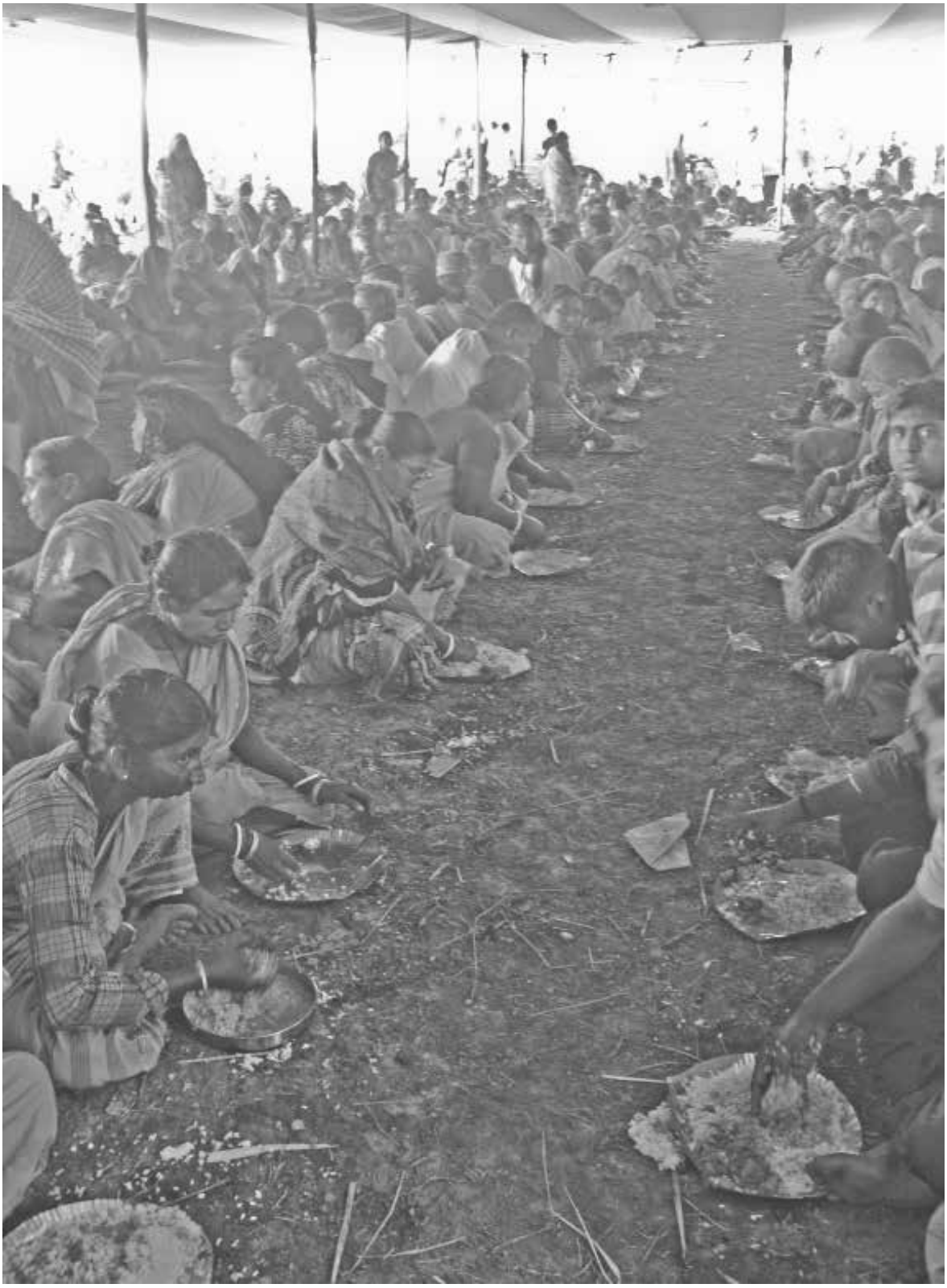

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব মহোৎসব

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

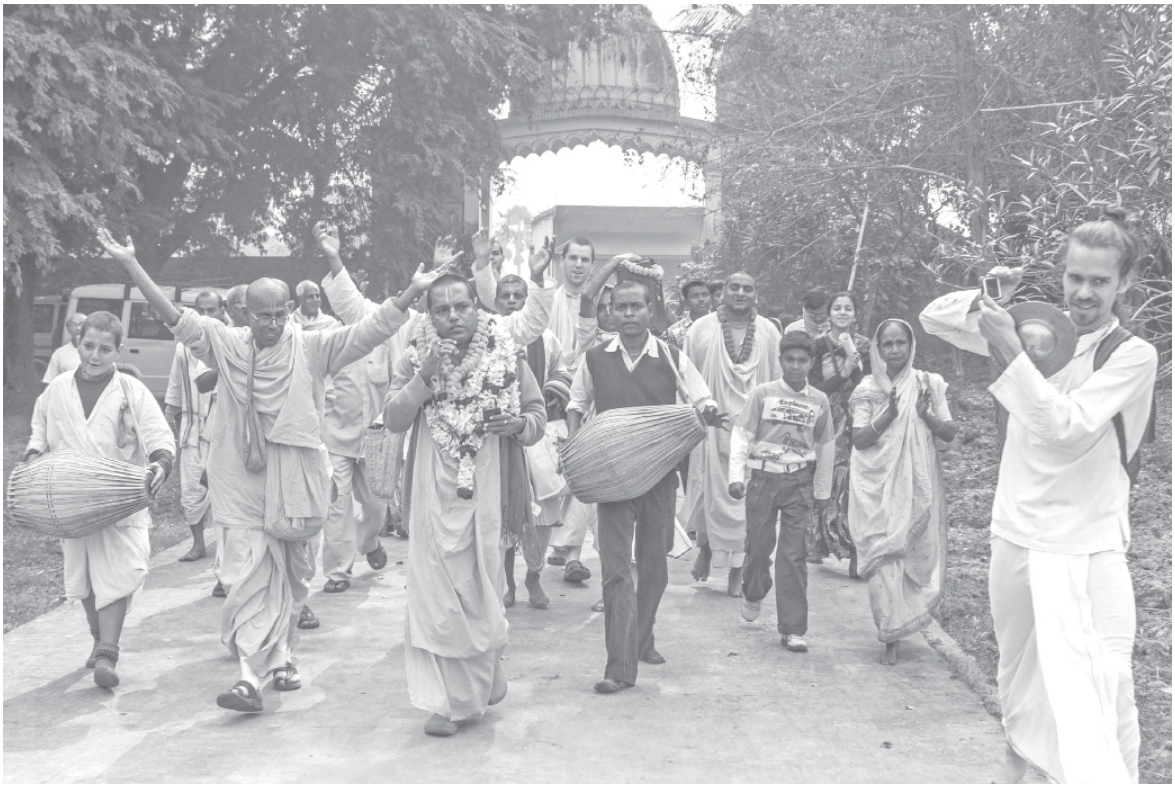

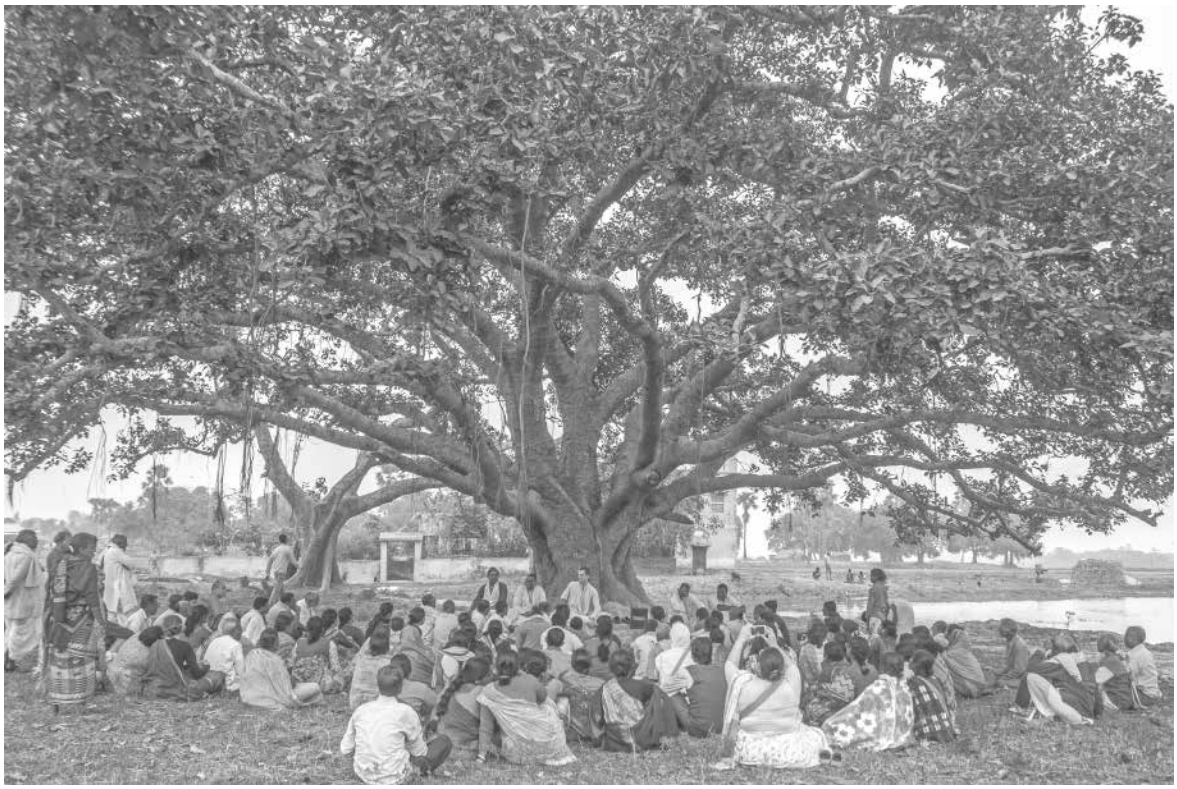

দক্ষিণ ভারতে প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের শুভ যাত্রা

২৬ জানুয়ারী ২০১৪ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমূহ)

সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন নং- ৭৪১৩০২ ফোন- ৯৭৭৫১৭৮৫৪৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা- ৭০০ ০৫৫
ফোন- (০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা
পোঃ- এয়ারপোর্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৫২
ফোন- (০৩৩) ২৫৭৩-৫৪২৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং- ৭৫২০০১ ফোন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১১২১, ফোন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিসা, পোঃ- গোবর্দ্ধন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১৫০২, ফোন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম)
গ্রাম ও পোঃ- বীরচন্দ্রপুর, জেলা- বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া, ১৫৫ নেতাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- নাদনঘাট, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, পোঃ- মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীল শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, তিলক ষ্ট্রীট, চুনামণ্ডী,
পহাড়গঞ্জ, নীউ দিল্লী-১১০০৫

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার (মহিলা আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর, পোঃ- কালনা, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ- হাপানিয়া, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- খাঁপুর, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়া, পোঃ- কান্দী, জেলা- মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফুলডুবি, পোঃ-সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার,
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)	অমৃতবোদ্যা
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)	শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্	শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্	প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীচৈতন্যভাগবত	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
শরণাগতি	শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী	শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

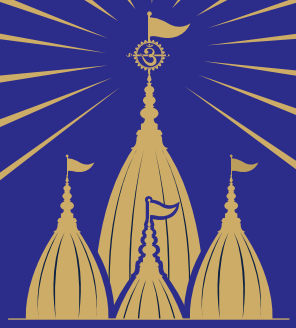

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন—চেতনের আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনকারী। আমরা অনেক সময়ই ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর এবং পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের মায়ামৃগ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের চেতনের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড চিদানন্দসমুদ্রের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দসাগরের সন্ধান-প্রদান এবং আনন্দসাগরে-নিমর্জ্জিত করাইতে পারেন।

অন্য সাধন-প্রণালী বাস্তব আনন্দ-প্রদানে অসমর্থ। ইতর সাধনের দ্বারা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা দুঃখের স্তব্ধ ভাবমাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল স্তব্ধভাব বাস্তবতার পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদিগকে প্রতি পদে অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অমৃত কঠিন বস্তু নহে; তাহা তরল, সুস্বাদু, সঞ্জীবক ও অমরত্ব-সাধক। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিলরসময় শ্রীকৃষ্ণনামে পঞ্চবিধ মুখ্য চিন্ময়রস ও সপ্তবিধ আগন্তুক গৌণ-চিন্ময়রস পরিপূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। জাগতিক অভিধানগত নাম বিরস ও কুরস বহন করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণাদি নামে অখিল চিদ্‌রস নাই। ঐ সকল অসম্যক্, আংশিক ও তটস্থ বিচারে অখিলরসের ন্যূনতা-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামরস শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় অখিলরস-বিগ্রহ।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেবঃ—

ব্যতীত ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

প্রাকৃত ভাবনার পথ বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধ, সত্ত্ব, পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর